যুগান্তর

তারিখ ... 19 SEP 2007 ...

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

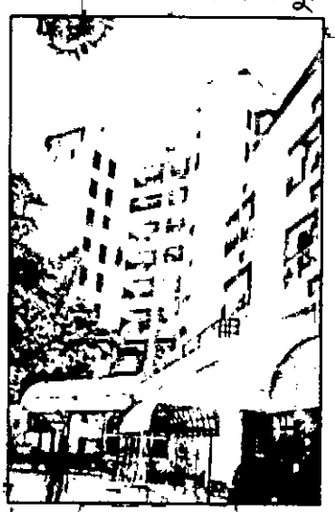

জন্ম থেকেই দলবাজি অনিয়ম ও দুর্নীতি

রফিকুল ইসলাম রতন

দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা বিদ্যাপীঠ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে চলছে দু'পক্ষের অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ। পদোন্নতি নিয়েও চলছে পরস্পরবিরোধী দোষারোপ। বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকে এখনও বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সমর্থক শিবিরে বিভক্ত। ভিসি থেকে শুরু করে সিন্ডিকেট সদস্য, শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত দলীয় লোক হিসেবে চিহ্নিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তখন সেই সরকারের প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্নে আওয়ামী লীগ সরকার সমর্থিত স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বচিপ) ছিল সব কর্মকাণ্ডের মূল নিয়ন্ত্রক। বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাতারাতি দৃশ্যপট পাল্টে সব দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয় ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)। উভয় সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-নীতির কোন তোয়াক্কা করা হয়নি। মানা হয়নি একাডেমিক কাউন্সিল ও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগবিধি : বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ও নিয়োগ কমিটির সুপারিশ অমান্য করেই স্বচিপ ও ড্যাব নেতৃবৃন্দ তাদের দুর্নীতি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

দুর্নীতি : জন্ম থেকেই

(১ম পৃষ্ঠার পর) পছন্দের এবং অনুগতদের নির্বিচারে নিয়োগ ও পদোন্নতি দিয়েছেন। ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এখানকার ভিসি, প্রো-ভিসি, সিন্ডিকেট সদস্য, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, মেডিকেল অফিসার, তত্ত্বাবধায়ক, সহকারী তত্ত্বাবধায়কসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে দলীয় আনুগত্য। মানা হয়নি প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, গবেষণা ও প্রকাশনাসহ অন্যান্য বাধ্যবাধকতা। স্বচিপ আওয়ামী লীগ আমলে ও ড্যাব বিএনপি আমলে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য অনেকটা প্রতিযোগিতা করেই দেশের এ শীর্ষ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের লোকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছে। শুধু তাই নয়, একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে নোংরাভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি করতে গিয়ে প্রাচীন ও বৃহৎ এ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তিও নষ্ট করেছে।

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি, ম্যুরাল ও সাইনবোর্ড ভাংচুরসহ একাধিকবার হামলাও হয়েছে। প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে ওইসব দলবাজ চিহ্নিত শিক্ষক-চিকিৎসকের যোগ্যতাও। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দক্ষ ও অভিজ্ঞ পর্যাপ্তসংখ্যক চিকিৎসক, আন্তর্জাতিক মানের সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবার সব সুযোগ-সুবিধা এবং অসংখ্য সফল কাহিনী থাকার পরও প্রতিষ্ঠানটি আজ ইমেজ সংকটে। বিগত বিএনপি আমলে শুধু অভ্যন্তরীণ এ কোন্দল ও বিভক্তির কারণে তদন্ত কমিটি উদঘাটিত অনিয়ম-দুর্নীতিরও কোন সুরাহা হচ্ছে না। আওয়ামী লীগ সরকারের [illegible] বিএনপি-জামায়াত জোট তখনকার দুর্নীতি-অনিয়মের বিচার করা হলে তারাও আর কোন অনিয়ম-দুর্নীতি করতে পারবেন না, এ কারণেই তারা ওই তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে কোন আইনি পদক্ষেপ নেননি।

বিএনপি আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত ড্যাব সভাপতি ভিসি অধ্যাপক ডা. আবদুল হাদী তার আমলে বিএনপিপন্থী বিএমএ ও ড্যাবের সুপারিশ অনুযায়ী সব নিয়োগ ও পদোন্নতি সম্পন্ন করে বিএনপির পক্ষে নির্বাচন করার জন্য চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। তার আমলেই নিয়োগ পায় ৪১০ জন মেডিকেল অফিসার, যার বেশিরভাগের বাড়িই অধ্যাপক হাদীর নিজ এলাকা ময়মনসিংহের গফরগাঁও [illegible]

পদত্যাগের পর ড্যাবের আরেক নেতা বিএনপিপন্থী শিক্ষক অধ্যাপক মোহাম্মদ তাহির নতুন ভিসি নিযুক্ত হন। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতি ও অনিয়মমুক্ত করতে অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে গঠন করা হয় একটি তদন্ত কমিটি।

কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনের খসড়ায় কমিটির সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সালেহউদ্দিন চূড়ান্ত প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি ভিসিকে নিয়ে সভা করে প্রতিবেদন থেকে প্রো-ভিসি থাকা সময় অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ তাহির (বর্তমান ভিসি), তার (অধ্যাপক সালেহউদ্দিন) ও অপর কয়েকজনের অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য বাদ দেয়ার জন্যও কমিটির চেয়ারম্যানকে চাপ দিতে থাকেন। এ নিয়ে তদন্ত